উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

বিশেষ ক্রোড়পত্র

জনকল্যাণে রাজস্ব

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২৬ জানুয়ারি ২০১৭

International Customs Day

26 January 2017

Bangladesh Customs
বাংলাদেশ কাস্টমস

তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা

Data Analysis For Effective Border Management

National Board of Revenue, Dhaka
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৩ মাঘ ১৪২৩
২৬ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৭' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এ বছর আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে Data Analysis for effective Border Management, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

কাস্টমস বৈদেশিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও ট্র্যাফিক উদারীকরণ এবং ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের পাশাপাশি চোরাচালান রোধ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ কাস্টমস নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাণিজ্যিক পরিবেশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জালজালিয়াতি বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাস্টমসকে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এসব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দেশে দেশে কাস্টমস প্রযুক্তি ও প্রজ্ঞিতিকেন্দ্রিক সমাধানের পথ খুঁজছে। বাংলাদেশ কাস্টমস এর কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে ডিজিটাইজেশন যেমন- এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড, ন্যাশনাল সিংগেল উইন্ডো (NSW) ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কাস্টমস কার্যক্রমের অটোমেশনের কোন বিকল্প নেই। আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উপাত্তের যথাযথ ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক বৈদেশিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত, অপবাণিজ্য রোধ ও বাণিজ্য উদারীকরণ এবং গতিশীল করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে কাস্টমসের আধুনিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৭'এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

'তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা'

(Data analysis for effective border management)

এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে বাংলাদেশ কাস্টমস আজ 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০১৭' উদযাপন করছে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) আত্মপ্রকাশ করে এবং ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত সংস্থাটির প্রথম আন্তর্জাতিক সভার দিন ২৬ জানুয়ারিকে স্মরণে রেখে ২০০৯ সাল হতে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। এ দিবসটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হলঃ

ক) কাস্টমস এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব, দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
খ) কাস্টমস ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বান্ধব মনোভাব সৃষ্টি করা;
গ) আন্তর্জাতিক অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জন;
ঘ) কাস্টমসের কর্মপরিবেশ, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা; এবং
ঙ) কাস্টমস সংক্রান্ত কাজে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সকলকে অনুপ্রাণিত (Motivate) করা।

এ বছর কাস্টমস ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতার মূল সূত্র হিসেবে তথ্য বিশ্লেষণকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাস্টমস বিভাগ বাণিজ্য সহজীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা উভয়ই নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশ কাস্টমস এর বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ: আন্তর্জাতিক/আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সংস্থা (Lead Agency) হিসেবে কাস্টমসকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশ কাস্টমসের বর্তমানের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করা হলঃ

- পণ্যের বর্ণনা ও পরিমাণে অসত্য তথ্য, অপঘোষণা, গুণগতমান সম্পর্কে ভুল তথ্য, অবমূল্যায়ন, জাল দলিলপত্র দাখিলের মাধ্যমে অবৈধ বাণিজ্য সংঘটন, ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি এবং মানি লন্ডারিং অপরাধ সংঘটন;
- আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব (IPR) ও কপি রাইট লঙ্ঘন / কাউন্টারফিট পণ্যের আমদানি;
- কাস্টমসের অপর্যাপ্ত ডিজিটাইজেশন; কন্টেইনার স্ক্যানার ও ওয়েব্রিজের ওজনের তথ্যের সাথে পণ্যের শুল্কায়নে ব্যবহৃত সফটওয়্যার এসাইকুডার সংযোগ না থাকা;
- প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব;
- অংশীজনের সঙ্গে যেমনঃ বন্দর, বিএসটিআই, কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি বিভাগের অটোমেশনের ও কাস্টমসের সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্তির অভাব;
- মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা;
- কাস্টমস হাউসসমূহে অভিন্ন Practice এর অভাব;
- পণ্য চালান শুল্কায়নসহ খালাসে বিলম্ব;
- বন্ড সুবিধার অপব্যবহার এবং রাজস্ব ফাঁকি;
- চোরাচালান ও অঘোষিত অর্থনীতি (Informal Trade);
- যথাযথ/পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদের অভাব;
- যাত্রীর অগ্রিম তথ্য (API) চালু না হওয়া।

চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়: উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ কাস্টমস ডিজিটাইজেশনসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

- **বাংলা ভাষায় নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়নঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহায়ক, রাজস্ব-বান্ধব এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা ও এতদসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশনের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় নতুন একটি কাস্টমস আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে কাস্টমস এর পদ্ধতি আরো সহজতর হবে।
- **ASYCUDA World System এ উন্নীতকরণ:** আমদানি-রপ্তানি চালান শুল্কায়নে অন্তর্জাল নির্ভর জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা UNCTAD এর ASYCUDA World সফটওয়্যার ২০১৩ সাল থেকে কাস্টমস হাউসসমূহে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে প্রধান প্রধান অংশীজন যথাঃ- বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও বন্দরের ব্যবহৃত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সিস্টেমের সাথে ASYCUDA World এর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ বছরের মধ্যেই ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালু হবে।
- **ইন্টার‍্যাক্টিভ কাস্টমস ওয়েবসাইট:** বাংলাদেশ কাস্টমস এর অটোমেশনের অংশ হিসেবে www.bangladeshcustoms.gov.bd শীর্ষক ওয়েবসাইটের বেটা ভার্সন (Beta version) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে কাস্টমস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রজ্ঞাপন, তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি বিপুল তথ্য ভান্ডার ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। কাস্টমস বিভাগের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ ও বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টালসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে এর লিংক রয়েছে।
- **তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকল কাস্টম হাউসে স্থানীয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি কেন্দ্রীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে পণ্য চালান খালাসে গতি সঞ্চার হয়েছে ও Compliance বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত হয়েছে।
- **খালাসোত্তর নিরীক্ষার (PCA) ব্যবস্থা:** পণ্য খালাসে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে খালাসোত্তর নিরীক্ষা (PCA) এর উপর জোর দেয়া হয়েছে। PCA কার্যক্রমকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **National Enquiry Point (NEP) বাস্তবায়ন:** আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বিষয়ক ব্যবসায়ীদের যে কোন তথ্য বা প্রশ্নের উত্তর সহজেই অনলাইনে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস National Enquiry Point স্থাপন করছে।
- **মেধাস্বত্ব অধিকার (IPR) সংরক্ষণ:** গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং নকল ও ভেজাল পণ্যের আমদানি রোধকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে IPR সংক্রান্ত সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেল IPR সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নসহ IPR লঙ্ঘনক্রমে পণ্য আমদানি, নকল পণ্য (Counterfeit goods), জন-জীবনের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের আমদানি-রপ্তানি বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
- **অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি (Advance Ruling System) প্রবর্তন:** ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে পণ্যের শ্রেনীবিণ্যাসের অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি চালু করেছে। এ সম্পর্কিত বিধিমালা জারী করা হয়েছে। এর ফলে কোন পণ্য আমদানির পূর্বেই আমদানিকারকগণ পণ্যের H.S. CODE সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় ফরম ডাউনলোড করে অনলাইনেই এর আবেদন করা যাবে।
- **কন্টেইনার স্ক্যানার পদ্ধতি (Non-Intrusive Inspection) প্রবর্তন:** আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ঘোষণা যাচাই ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে Non-Intrusive Inspection (NII) এর জন্য ৪টি বৃহৎ বন্দরে কন্টেনার স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া NII পদ্ধতি পরিচালনা ও পণ্যের কায়িক পরীক্ষার বিষয়ে Standard Operating Procedure (SOP) এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। স্ক্যানিং এ প্রাপ্ত ইমেইজ এসাইকুডা সিস্টেমের সঙ্গে সমন্বয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- **National Single Window (NSW) বাস্তবায়ন:** ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত World Trade Organization (WTO) এর নবম মিনিস্টেরিয়াল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Trade Facilitation Agreement এর অন্যতম Instrument হিসেবে Interactive National Single Window (NSW) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীগণকে আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ তাদের লাইসেন্স, পারমিট, সার্টিফিকেট, ছাড়পত্র ইত্যাদি অনলাইনে National Single Window (NSW) তে প্রদান করবে।
- **Authorized Economic Operator (AEO) চালুকরণ:** সাপ্লাই চেইনের অন্তর্ভুক্ত যে সকল ইকোনমিক অপারেটর WCO এর নির্ধারিত মান ও শর্ত পূরণে সক্ষম হবেন-তাদের AEO স্ট্যাটাস প্রদান করা হবে। AEO ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী, উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবং অতীত রেকর্ডে প্রমাণিত বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ ফাস্ট ট্র্যাক সুবিধা পাবেন।
- **অন্যান্য সংস্কার:** (ক) বাংলাদেশ কাস্টমস চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষ করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ২০১৩ সনের জানুয়ারী হতে ২০১৬ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত চোরাচালানকৃত ৫০১ কোটি টাকা মূল্যমানের ১০৬৫.৭২ কেজি স্বর্ণ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার এক কূটনীতিক এর কাছ থেকে ২৭ কেজি স্বর্ণ আটক করে বাংলাদেশ কাস্টমস RILO (Regional Intelligence Liaison Office) এর ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।
  (খ) বিমান ও সড়কপথে চোরাচালান, মাদক ও অস্ত্র আমদানি রোধকল্পে Advance Passenger Information (API) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস কাজ করছে। এ পদ্ধতি চালু হলে বন্দরে যাত্রী প্রবেশের পূর্বেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। এর ফলে পূর্ববর্তী তথ্যের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রীকে চিহ্নিত করা যাবে।
  (গ) কর শিক্ষণ ফোরাম চালুকরণ ঃ সারাদেশে রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চলমান প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাজস্ব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে আয়কর শিক্ষণ, ভ্যাট শিক্ষণ ও কাস্টমস শিক্ষণ ফোরাম গঠণ করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে কর সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অংশীজনের মাঝে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

উপসংহার: বর্তমান সরকার ঘোষিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে তা সকলের জন্য সহজলভ্য করা। আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে তথ্য বিনিময় ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাণিজ্য সহায়ক কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বাংলাদেশ কাস্টমসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামগ্রিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, যা নিঃসন্দেহে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ কাস্টমস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সদা জাগ্রত।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ মাঘ, ১৪২৩
২৬ জানুয়ারি, ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি কাস্টমস বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'Data analysis for effective border management' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি। তথ্য ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সীমান্তের অপবাণিজ্য বা চোরাচালান রোধ করে বৈধ বাণিজ্যিক উৎসাহিত করা সম্ভব। এতে করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তথ্য ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ অটোমেশন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হলে শ্রম ও সময়ের অপচয় হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, এ প্রক্রিয়া ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ কাস্টমস সে লক্ষ্যেই কাজ করছে। এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ও ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW)- এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ তারই প্রমাণ।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করতে প্রয়োজন যথাযথ রাজস্ব আহরণ, চোরাচালান রোধ, শিল্প-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্রমাগত প্রসার ও বৃদ্ধি। আর এ কাজে দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাদের দায়িত্ব আরও দক্ষতার সাথে পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) এবং উন্নত দেশে অনুসৃত আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অন্যান্য দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মত বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার প্রতি বছরে ঘোষিত বিষয় বাংলাদেশ কাস্টমসও তার অংশীজনের মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এখাতে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে নিবেদিত হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ জানুয়ারি, ২০১৭
১৩ মাঘ, ১৪২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাস্টমস পরিবারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ কাস্টমস প্রতিবারের মতো এ বছরও ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) এ প্রতিপাদ্যের আলোকে বাংলাদেশ কাস্টমস এর এ বছরের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে-

'তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা,
কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা।'

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কাস্টমস এর ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) সৃষ্টির পর হতে দেশে দেশে কাস্টমস এর সে ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন তথা ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন পরিবেশ ও রাজস্ব সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমসের ভূমিকাও দিনে দিনে উজ্জ্বল ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির পথে এগুচ্ছে। আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি বর্তমানে ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে এটি ৮-৯ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করছি। ২০২১ সনের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হতে আমরা রাজনৈতিকভাবে বদ্ধপরিকর। সেলক্ষ্যে প্রেক্ষিত, পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। একইভাবে বাংলাদেশ কাস্টমস এর আধুনিকায়ন বা সংস্কার কার্যক্রমও গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের অনুসৃত তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর কাস্টমস নীতি ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ কাস্টমসও ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ব্যবস্থা তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস গত তিন বছর যাবৎ UNCTAD এর অর্থায়নে নির্মিত ASYCUDA World সফটওয়্যার ব্যবহার করে আসছে। ... অর্থনীতির পরিমন্ডলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এর সকল উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ জানুয়ারি, ২০১৭
১৩ মাঘ, ১৪২৩

বাণী

২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস উদযাপন করবে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বের সকল দেশ কাস্টমস ডে পালন করছে।

নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বা রুল-বেজড উদার বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে শুল্ক নীতি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। শুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ক্রমশঃই কমবে; শুল্ক-হার ব্যবহার করে প্রতিরক্ষণ দেয়ালের বাধা হ্রাস পাবে। শুল্ক আইন প্রয়োগে জটিলতা ও অদক্ষতা মূল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের পথে যে বাঁধা সৃষ্টি করবে, তা দৃঢ়তার সাথে দূর করতে হবে।

২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Data Analysis for Effective Border Management" সময়োপযোগী উদ্যোগ। উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং তার আলোকে নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য যে যোগ্যতা ও দক্ষতার দরকার, তা নির্ধারণ করতে হবে। শুল্ক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

উদার বিশ্ব-বাণিজ্যের অপর দিক রপ্তানি। রপ্তানি সম্পৃক্ত শুল্ক প্রশাসনে দক্ষতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রয়োজন। বাণিজ্য প্রকৃত অর্থে উদার হলে- অর্থাৎ প্রতিরক্ষণ-দেয়াল যুক্তির মধ্যে সীমিত থাকলে এবং বাণিজ্যিক স্বার্থে নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা দীর্ঘ না করলে- চোরাচালান বা অপবাণিজ্যের আকর্ষণ কমে যায়।

শুল্ক-হার কাঠামো সুষ্ঠু শুল্ক নীতি ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুল্ক-হারের পার্থক্য বেশি হলে, পণ্যের শ্রেণী নির্ধারণ ও শুল্ক-হার প্রয়োগে অস্বচ্ছতা বাড়ে, ব্যবসায় ও বিনিয়োগে অস্থিরতা আসে, সার্বিক বিচারে প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়।

শুল্ক- কর সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার অন্যতম দিক। সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি থাকলে লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

সামগ্রিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও রাজস্ব নীতির নিরীখে বর্তমান সরকার শুল্ক-কর নীতি পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও মেধা আমাদেরকে সাফল্যের উচ্চ সোপানে নিয়ে যাবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০১৭' এর সাফল্য কামনা করি। এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সলককে ধন্যবাদ জানাই।

ড. মসিউর রহমান

সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২৬ জানুয়ারি, ২০১৭
১৩ মাঘ. ১৪২৩

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে বাংলদেশ কাস্টমসের ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে বিশ্বের কাস্টমস পরিবারের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে দেশের কাস্টমস বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং এ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বে বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি। উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিনিয়োগ তথা শিল্প-বাণিজ্যে প্রসারের বিকল্প নেই। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন দেশে বাণিজ্য বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে কাস্টমসের অনুসৃত রীতি-নীতি বাংলাদেশ কাস্টমসও অনুসরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে কাস্টমস প্রশাসনে যে সংস্কার কর্মসূচী চলমান তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমন্ডলে অনুসৃত পদ্ধতি আরো সহজতর হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বচ্ছতার পাশাপাশি গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবছর বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) তাদের গৃহীতব্য কার্যক্রমের আলোকে একেকটি শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়। এ বছর "Data Analysis for Effective Border Management" শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সম্মানিত স্টেকহোল্ডারগণ তথা সকল নাগরিক বিশ্বের কাস্টমস পরিবারের সদস্য রাষ্ট্রের সাথে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে কিভাবে দক্ষতার সাথে চোরাচালান, শুল্ক ফাঁকি, মুদ্রাপাচার ইত্যাদি রোধ করা হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভের সুযোগ পাবেন। একই সাথে কাস্টমস বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সম্মানিত স্টেকহোল্ডারগণের মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ ঘটবে এবং এতে উভয়ের সম্পর্ক আরো সৌহার্দপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি।

আমি ' আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০১৭' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ জানুয়ারি, ২০১৭
১৩ মাঘ, ১৪২৩

বাণী

ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO) আন্তর্জাতিক বণিজ্যের শুল্ক কাঠামো সহজীকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ উক্ত সংস্থার সদস্য।

(WCO) প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করে। প্রতি বছরই সংস্থাটি একেকটি স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে দিবসটি উদযাপন করে আসছে। এ বছর তারা "Data Analysis for Effective Border Management" স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করেছে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণঃ কাস্টমস আধুনিকায়ন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। কাস্টমসের কাছে রক্ষিত নিজস্ব তথ্য ছাড়াও অন্যান্য সরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সহায়ক সংস্থাসমূহের সাথে তা বিনিময়ের মাধ্যমে অপবাণিজ্য রোধ, ঝুকি নিরসন ও সরকারি স্বার্থের সুরক্ষা সম্ভব। সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়াও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, চোরাচালান ও মাদক পাচার, সন্ত্রাস ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ক্ষেত্রেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপি কাস্টমস এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা স্বীকৃত।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। এর মধ্য দিয়ে কাস্টমস বিভাগের কর্মীগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন বলে আশা করছি। দিবসটি পালনের সুবাদে দেশের জনগণ কাস্টমস বিভাগের কার্যক্রম, গুরুত্ব ও দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন। একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি জগতের অবারিত সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙ্গে কাস্টমস এক অখন্ড বিশ্ব প্রতিষ্ঠার মহতী বন্ধনে বিশ্ব মানুষকে আবদ্ধ করবে, এমনটাই অনেকের বিশ্বাস।

কাস্টমস বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

এম এ মান্নান এম.পি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ জানুয়ারি, ২০১৭
১৩ মাঘ, ১৪২৩

বাণী

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব। রাজস্বের একটা অংশ সংগৃহীত হয় কাস্টমস খাত থেকে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহজিকরণেও কাস্টমসের ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্যে কাস্টমসের আইন, বিধি, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংস্কার আনছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এতে তথ্য-উপাত্ত সহজে ব্যবহার করা যাবে।

২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবারের কাস্টমস দিবসের মূল চেতনা। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসব মুখর পরিবেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দিবসটি উদযাপন করছে। কম খরচ ও দক্ষতার সাথে সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Data Analysis for Effective Border Management (তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনায়)'।

বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ অপরিহার্য। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৮৬ ভাগ আহরণের গুরুদায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। রাজস্ব আহরণ কাজে বিশ্বব্যাপী কাস্টমস ব্যবস্থায় অনুসৃত সর্বোত্তম পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ কাস্টমস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে কাজ করছে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কাজের অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রাজস্ব আহরণ, চোরাচালান নিরোধ, মাদক পাচাররোধ, সন্ত্রাসে অর্থ যোগানরোধ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাস্টমস কার্যক্রম সম্পাদন, বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা, নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ তৈরিসহ বহুবিধ কাজে বাংলাদেশ কাস্টমস দৃশ্যমান কাজ করছে, যা দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। কাস্টমস পদ্ধতির অটোমেশন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব স্থাপন, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কাস্টমস স্টেশন/বন্দরে নিযুক্ত সংস্থাগুলোকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করতে ডিজিটাল এনবিআরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে Digital Custom' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ কাস্টমস WCO' র উদ্ভাবিত ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত বিশ্বমানের রীতিনীতি, ডিজিটাল পদ্ধতি, কাস্টমস আইন, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্তির উদ্দেশ্যে নানামুখী আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব আধুনিকায়ন কার্যক্রমের মধ্যে যুগোপযোগী নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়ন, National Single Window প্রবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ, ওয়েবভিত্তিক ডিজিটাল কাস্টমস ASYCUDA World স্থাপন, স্বয়ংক্রিয় আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পণ্য খালসোত্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম স্থাপন অন্যতম। এসব আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নপূর্বক আন্তর্জাতিক মানের কাস্টমস বিভাগ গঠন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধি, সন্ত্রাস দমন, মানব ও মুদ্রাপাচার রোধে কাস্টমস বিভাগ ভবিষ্যতে অধিকতর সফলতার পরিচয় দেবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

Secretary General
WCO
Belgium

Message

Data is generated by every economic activity, including the movement of goods and people and circulates extensively along the global value chain. Collecting and analyzing data to enhance the effectiveness of border management is of paramount importance to Customs administrations. This year, in the context of the International Customs Day, the WCO is introducing the theme "Data Analysis for Effective Border Management" to encourage the global Customs community to pursue their efforts and activities in this area. This year, as we feel that technology has gained the necessary momentum among our members, we want to consider the power of data to propel Customs to new heights.

In recent years, we have witnessed the emergence of a whole gamut of new tools that have the potential to help people leverage data in new and powerful ways. Traditional methods for detecting and managing risks have served many administrations well, but there are now new opportunities to use more advanced methods to get the most value from the information available.

More and more Customs administrations have, for example, turned to data mining and analytics, i.e. the pursuit of extracting meaning from raw data using specialized computer systems. Data, used in conjunction with analytics and other emerging technologies, may provide us with new opportunities to advance mission-critical objectives.

To optimize its use, we need to obtain quality data and in a timely manner. Further, there is a need for border agencies to harmonize data being circulated and to develop skills pursuant to the IT challenges. Customs administrations also need to ensure that privacy and confidentiality laws are respected so as to uphold the confidence of the society.

Senior Customs managers will be encouraged to deepen their understanding of data analysis in recognition of its critical role in modernizing their administrations and officers will be called upon to progressively develop the appropriate skills to exploit the potential of data analysis and IT tools to improve border management. During this process, a proper feedback mechanism will be essential so as to enhance the efficiency of risk management engines.

Part of our work in the months ahead will be to showcase data analysis related projects to inspire others, and to monitor and communicate best practices in this domain and in related topics such as data management and consequently supporting organizational change. The WCO will enhance the promotion of tools such as: the WCO Customs Enforcement Network (CEN), the WCO Time Release Study (TRS), mirror analysis by using the HS Code to compare imports and exports to detect anomalies in quantity, weight or value, the WCO Performance Measurement Contracts Guide to improve Customs procedures and integrity and the WCO Data Model which supports data analysis by improving data collection and enabling the sharing of data between government agencies.

Over the course of 2017, I invite all WCO Members to promote and share information on how they are leveraging the potential of data to advance and achieve their objectives and to respond to the expectations of traders, transport and logistic operators, as well as governments.

Wishing you all a very joyful International Customs Day!

(Concised)

Kunio Mikuriya